

মন্ত্রি য় লে র মে ল ব্যা গ

সদেয়া সৃজন

এক.

কি করে ভুলতে পারি...সুরমা পাড়ের সেই মানুষটির কথা..

গতকাল ইন্টারনেটে বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক যুগান্তরের পাতা খুলতেই একটি ছোট্ট সংবাদ আমাকে মর্মান্বিত করেছে। নির্বাক হয়ে কষ্ট কষ্ট সংবাদটি পড়তে পড়তে আমি নিজের অজান্তেই হারিয়ে গিয়েছিলাম অতীত বিন্যাসে ফেলে আসা দিনগুলোর মাঝে। বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণ খুললেই প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের মৃত্যু সংবাদ, আর ধর্মনের খবর দেখতে হয়। ইদানীং অসময়ে মৃত্যুই যেন বাংলাদেশের মানুষের ঠিকানা। তারপরও কোন কোন মৃত্যু আমাকে এই হাজার মাইল দূরেও স্তম্ভিত করে। বাংলাদেশে অসময়ে অগণিত মানুষের মৃত্যু মিছিলে জাতীয় দৈনিকের ছোট্ট একটি সংবাদে আরো একটি নাম দেখে সুরমা নদীর প্রবাহমান স্রোত যেন উপছে পড়ছে এই হাজার মাইল দূরে আমার এই ব্যতীত হৃদয়ে। পত্রিকায় শিরোনাম ছিলো ‘কথাসাহিত্যিক হুমায়ূনের বাল্যবন্ধু শংকরের রহস্যজনক মৃত্যু’।

১৯৮০ সালের ঘটনা। তখন আমি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র এবং ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনা সবেমাত্র দেশে ফিরেছেন। আওয়ামী ঘরনার লোকদের মধ্যে যেন তাঁর আগমনে চেতনা শক্তি আর উৎসাহ বেড়েছিলো। বাংলাদেশে ফিরেই শেখ হাসিনা সিলেটের পবিত্র মাটিতে প্রথম জনসভায় যোগ দেন। সকালের সুরমা মেইলে শেখ হাসিনা পথে পথে ভোর রাতে অনেক সভা করে দুপুরে সিলেট আলিয়া মাদ্রাসার বিশাল মাঠে তিনি বক্তৃতা করেন, সারাদিন বৃষ্টিবিধুর পরিবেশে লাখ লাখ মানুষ সভা স্থলে উপস্থিত হয়। মনে হয়েছিলো সেদিন সিলেটের পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে শেখ হাসিনা যখন তাঁর স্বজন হারানোর বেদনায় কাঁদছিলেন ঠিক তখন প্রকৃতিও যেন কেঁদে উঠেছিলো জনক হত্যার প্রতিবাদে। সিলেটের মাটিতে আমি এত বড় জনসভার কথা শুনি নি কিংবা দেখি নি। সারা সিলেট সেদিন জনস্রোতে ভেসে গিয়েছিলো জয় বাংলার উত্তাল শ্লোগানে। যাক সারা দিন বৃষ্টি ভেজা শরীর নিয়ে বিকেলের ট্রেনে যখন বাড়ী ফিরবো ঠিক তখনই একটি পত্রিকা সংগ্রহ করবো বলে বন্দর বাজারে গেলে একজন বেঁটে মানুষের কাছ থেকে একটি ‘সিলেট সমাচার’ নিতেই তিনি বললেন ‘শুনেছেন জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে চট্টগ্রামে’। যিনি আমাকে এই সংবাদটি দিয়েছিলেন তাকে আজ তেইশ বছর পরও ভুলতে পারিনি। তাঁর অসময়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে বিচলিত হয়েছি। প্রবাসের এই কষ্টকঠিন সময়ে বহুবার তার কথা মনে পড়েছে। তিনি ছিলেন সিলেট বন্দরবাজারের একজন পত্রিকা বিক্রেতা।

সবুজ বনানীঘেরা চাবাগান বেষ্টিত সুরমা পাড়ের সেই লোকটি, যার জীবনের ছন্দপতন ঘটেছে সুরমা নদীর তীরে, সুরমা নদীর আছড়ে পড়া ঢেউ এর মতো ছিলো তার জীবন। শংকর দাস চলে গেলেন বড় অসমে। না তিনি চলে যেতে চাননি এই সুন্দর ভূবন থেকে। ঘাতকরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তাঁর প্রাণপ্রদীপ। অবশেষে তাঁর মতো একজন খেটেখাওয়া পথের মানুষ ওরা খুন করবে ভাবলে অবাক হতে হয়। পাঠক, আজ যাকে নিয়ে আমার লেখা শুরু করছি তাকে এই প্রবাসে অনেকেই চিনবেন না। তিনি এ জগৎসংসারের কোনো খ্যাতিমান ব্যক্তি কিংবা কোনো রাজনৈতিক দলের বীভৎস ক্যাডারও ছিলেন না, অতি সাধারণ একজন খেটে খাওয়া সং মানুষ। সিলেটের বন্দরবাজারের পল্লেন্টে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে যার অব্যাহত বিচরণ ছিলো, জীবন কেটেছে একজন পত্রিকা হকার হিসেবে। অমায়িক সুন্দর মনের মানুষ। তাবৎ বিশ্বে বসবাসরত সিলেট শহরের মানুষদের (পত্রিকা পাঠক) ও সাংবাদিকদের কাছে শংকর ছিলেন একজন পরিচিত মুখ। সারাদিন ভরাট কল্লি চিংকার করতেন পত্রিকার হেড লাইনগুলো, অথচো তিনি কী ভেবেছিলেন একদিন তিনিই হবেন পত্রিকার শিরোনাম আর সহকর্মীদের হাকডাকের খোরাক!

শংকর সম্পর্কে বিস্তারিত লেখার আগে না হয় কিছুটা সময় অন্য প্রসঙ্গে চলে যাই, কারণ জাতীয় দৈনিকের ইন্টারনেট সংস্করণে শংকরদার হত্যাকাণ্ডের ছোট্ট সংবাদটি পড়ে কোনক্রমেই নিজেকে মেনে নিতে পারছিলাম না, বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হচ্ছে। এ কেমন হলো প্রতি মাসেই আমার ঘনিষ্ঠ প্রিয় স্বজন নয়তো পরিচিত মানুষের অস্বাভাবিক অসময়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে হচ্ছ যা আমাকে এই কষ্টকঠিন সময়ের মাঝে আমাকে বিচলিত করছে। প্রবাসের এই কষ্ট কঠিন সময়ে আমিতো তা চাইনা। বাংলাদেশ নামের প্রিয় দেশটা আজ কোথায় গেল। শংকরদার মতো এমন মানুষকেও মানুষ খুন করতে পারে? ভাবলে চিংকার দিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে এই প্রবাসে ভিন্ন দেশী মানুষের সামনে, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতে ইচ্ছে করে বাংলাদেশের মতো একটি সুন্দর দেশে জন্ম গ্রহণ করেছিলাম বলে গর্বিত কিন্তু ঘাতক হায়েনাদের নির্মম নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ আর ধর্মণে আমি বিচলিত, আমি নির্বাক, আমি বিস্মিত, আমি হতভাগ, আমি স্তম্ভিত। শংকরদা, তিনিতো আরো দশটা মানুষের মতো স্বাভাবিক হয়ে জন্ম গ্রহণ করেননি, তিনি ছিলেন বামন মাত্র সাড়ে তিন ফুট উচ্চতা আর মাথাটি ছিলো মোটা, তবে সদালাপী-নম্র-বিনয়ী হিসেবে সবার কাছে তিনি ছিলেন শংকরদা। সামরিক বাহিনীর বড় বড় কর্মকর্তা থেকে বড় বড় আমলা, ছাত্র জনতা ব্যবসায়ীরা তাকে শংকরদা বলেই ডাকতেন। শংকরদা মৃত্যু খবর পত্রিকায় পড়ে ফেলে আসা দিনগুলোর অব্যক্ত বেদনায় অনেক স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠছে ভুলতে পারছি

না ২২ বছর আগে দেখা শংকরদা ও তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। ১৯৮১ সালের ঘটনা। আমি তখন সবেমাত্র এইসএসসি পরীক্ষা শেষ করেছি। হাতে অফুরন্ত সময়। পারিবারিকভাবে সকলে রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় এবং স্কুল জীবন থেকেই ছাত্র রাজনীতি করায় কলেজ জীবনে আমাকে সহজেই স্থানীয় ছাত্র সংগঠনের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হতে বেগ পেতে হয়নি। কলেজের সংসদ নির্বাচন আর রাজ পথের স্বৈরাচার বিরোধী সৈনিক হিসেবে এলাকায় তখন আমার বেশ পরিচিতি। ভাষা আন্দোলন আর স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক মরহুম মোহাম্মদ ইলিয়াসের সফর সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন সভায় যোগ দেওয়া আর নৌকার পক্ষে মাইক ফোঁকা ছিলো আমার নিত্য দিনের কাজ, সারা দিন না খেয়ে চা বাগানের গলিতে নির্বাচন প্রচারণায় থাকতে হতো। এইসএসসি পরীক্ষা চলাকালেই পিতাকে হারাই। পিতার মৃত্যুতে আর মধ্যবিত্ত পরিবারের পরিবারের অভাব অনুযোগ নিয়েই চলছিলো সংসার। এইসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পর হাতে অফুরন্ত সময়। মিছিল মিটিং আর জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যাচ্ছিল সময়। হঠাৎ করেই বড় ভাই'র সাংবাদিক বন্ধুর অনুরোধে সিলেট সদরে একটি চাকুরী হয়ে যায়। একটি ট্রাভেলসের সহকারী ম্যানেজার। যা হোক সেই সময় থেকেই আমি পত্রপত্রিকার সঙ্গে জড়িত। সিলেটে তখন পত্রিকা আসতো সকাল ১১টার প্রথম ফ্লাইটে, যা এখন ভোর হবার পূর্বেই সিলেটে চলে আসে। তখন সিলেটে 'বাংলার বাণী' আর 'দৈনিক খবর' আর 'দৈনিক সংবাদ' চলতো সব পত্রিকার চেয়ে বেশী এবং কোন স্থানীয় দৈনিকও ছিলো না একমাত্র সাম্প্রতিক সিলেট সমাচার, যুগভেরী আর সাম্প্রতিক দেশবার্তা ছাড়া, তখন আমি দৈনিক বাংলার বাণীর মফস্বলের অনিয়মিত সংবাদদাতা হিসেবে সংবাদ পাঠাচ্ছি। একটা সংবাদ ছাপা হওয়া মানেই আনন্দের উল্লাস। সুতরাং সকাল সাড়ে ১১টায় সিলেটে দৈনিকগুলো আসা মাত্রই পাঠকরা হুমড়ী খেয়ে নিয়ে যেতেন বিকেলে ভালো নামকরা দৈনিক পত্রিকা পাওয়া যেত না, অচল পত্রিকা ছাড়া। আমার সকালে ট্রাভেলসে ভীষণ কর্মব্যস্ত থাকায় বের হওয়া সম্ভব হতো না ফলেই শংকরদার কাছে সাম্প্রতিক কাষ্টমার হিসেবে বাংলার বানীর গ্রাহক হলাম। প্রতিদিন বিকেলে কখনো রাতে পত্রিকা আনতে শংকরদার কাছে যেতাম, শংকরদা পত্রিকা বিক্রির ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন রকম কৌতুক, অভিনয় আর গল্প বলে হাসাতেন আর সেই থেকেই শংকরদার সঙ্গে পরিচয়।

শংকরদার পুরো নাম শংকর দাস। বয়স হয়েছিলো ৫৫। তিনি ছিলেন সিলেটের সর্বজনপ্রিয় বামন এবং দীর্ঘসংবাদপত্র হকার। তিনি 'সোনার কাজল ও 'পিতা না জানে রিত' ছবিসহ কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন। বাংলাদেশের খ্যাতিমান কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ তার আত্মজীবনীর কৈশোর পর্বে শংকরের কথা উল্লেখ করেছেন। নগরীর রাজা জিসি হাই স্কুলে শংকর ও হুমায়ূন আহমেদ একই ক্লাসে পড়াশোনা করেছেন। গত সপ্তাহে সিলেটের বাগবাড়ীর বাড়ির পার্শ্ববর্তী ডোবায় তার গলিত লাশ ভাসতে দেখেন পরিবারের লোকজন, পরিবার ও সহকর্মীদের মতে তাকে হত্যা করে ডোবায় ফেলা দেওয়া হয়েছে। তার মৃত্যুতে সংবাদপত্র এজেন্ট, হকার, ছাড়াও অসংখ্য পাঠক শোকাহত। আমরাও হাজার হাজার মাইল দূর থেকে সুরমা পাড়ের সেই অসহায় সুন্দর মনের মানুষ শংকরদার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি একজন সৎ নিষ্ঠাবান মানুষ হিসেবে।

শংকর দাসের এই অসময়ের মৃত্যুতে আমরা হাজার মাইল দূর থেকেও শোকাহত, আমরা ব্যথিত। ঘুমাও বন্ধু শান্তিতে। চিরবিদায় হোক তোমার ভারোবাসায় সুরমা নদীর তীরে যেখানে কেটেছে তোমার শৈশব-কৈশোর আর যৌবনের দিনগুলো আনন্দ-বেদনার মিশ্রিত ভালোবাসায়।



দুই.

মন্দির্যলে হাসির উৎসব

Friends of
**Just
for
laughs**

দমবন্ধ হাসির মেলা চলছে মন্দির্যলের জাষ্ট ফর লাফ উৎসবে। অনুষ্ঠানটি পরিবার পরিজন নিয়ে দেখার মতো। বিভিন্ন রকমের ইভেন্ট নিয়ে চলছে বিকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত। ১৫ জুলাই শুরু হলেও চলবে আগামী ২৫ জুলাই পর্যন্ত মন্দির্যলের ডাউন টাউনে। এই ২২ তম হাসির উৎসবে সারা বিশ্বের নাম করা দুইশতাধীক কমেডিয়ান এতে অংশ গ্রহণ করবেন। দশদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানগুলোতে থাকবে বিভিন্ন রকমের আর্ট, হাসির প্রতিযোগিতা, রাস্তার মাঝে স্ক্রীনে চলবে হাসির শো। রাস্তায় রাস্তায় আবালবৃদ্ধবণিতার বাঁধভাঙ্গা হাসির জোয়ারে মত্ত থাকবে উৎসব এলাকা। দর্শকদের তমূল ভিড় জমে যায় রাস্তার ওপরে। মন্দির্যলের সেন্টল'র মেট্রো কিংবা বেরী উকাম মেট্রো থেকে বের হলেই দেখবেন এই দম ফটানো হাসির উৎসব। প্রতিটি অনুষ্ঠানে যেন হাসির খই ফুটে। উৎসব এলাকায় রয়েছে বাচ্চাদের ভিন্নরকমের খেলার ব্যবস্থা। হাসা নাকি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে চিকিৎসকরা বলেন সুতরাং আমাদের এই প্রবাসের কষ্টকঠিন সময়ের প্রবাহমান জীবনে চলুন কিছুটা সময় হাসিতে মত্ত থাকি।

সদেরা সুজন/ ফ্রি ল্যান্স সংবাদপত্র কর্মী, মন্দির্যল/ ১৬.৭.২০০৪